রচনা ও পরিচালনা
তারু মুখার্জী

এটম্ বম্

আর্ট করপোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নিবেদন

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : তারু মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা : কালীপদ সেন

গীতিকার : প্রণব রায়

শব্দযন্ত্রী : সুনীল ঘোষ, গৌর দাস। চিত্রশিল্পী : অনিল গুপ্ত। সম্পাদক : কমল গাঙ্গুলী। শিল্প-নির্দ্দেশক : নরেশ ঘোষ। অতিরিক্ত সংলাপ : সলিল সেন। রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী, গোষ্ঠ দাস। দৃশ্যসজ্জা : স্বপন সেন, গোবিন্দ ঘোষ, কবীন্দ্র দাসগুপ্ত। ব্যবস্থাপক : রাধাগোবিন্দ দাস। তত্ত্বাবধায়ক : বিমল ঘোষ। ষ্টিল ফটো : অক্টো ফটো সার্ভিস। চিত্র-পরিস্ফুটন : ফিল্ম সার্ভিসেস্ লিঃ। যন্ত্র-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা। প্রচার-পরিচালনা : সিনে এ্যাডভার্টাইজিং এ্যাণ্ড প্রোপাগাণ্ডা সার্ভিস

সহকারী

পরিচালনায় : শীতল সেন (এঃ), রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
চিত্রশিল্পে : জ্যোতি লাহা। শব্দযন্ত্রে : সিদ্ধি নাগ, শশাঙ্ক ঘোষ। সম্পাদনায় : প্রতুল রায়চৌধুরী

রাধাফিল্ম ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

রূপায়ণে

মলিনা দেবী, দীপ্তি রায়, সুচিত্রা সেন (গেষ্ট আর্টিষ্ট), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, আশা দেবী, লক্ষ্মী, বেলা, সরস্বতী, মেনকা, সবিতা, রবীন মজুমদার, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ), তুলসী চক্রবর্ত্তী, চিত্ত মুখোপাধ্যায়, বিষ্টু সামন্ত, দিপেন ঘোষ

পরিবেশনা : **নন্দন পিকচার্স লিমিটেড**
৬।৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

কাহিনী

জিওলজিষ্ট হিসেবে ভারত-জোড়া নাম ও বিপুল অর্থের অধিকারী রবীন মজুমদার। সংসারটী ছোট—স্বামী আর স্ত্রী। সংসারে কোথাও কোনো অভাব নেই তার। তার একটী অভিযোগ শুধু। রবীন দিনরাত ব্যস্ত থাকে কেবল ল্যাবরেটরীতে মাটী নিয়ে গবেষণায়—মনটা তার দূরদূরান্তে অদেখা অনাবিষ্কৃত দেশে কল্পনানন্দে তন্ময়। এই তন্ময়তা তার স্নান খাওয়া ভুলিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয় বাণীর সংসারে আর পাঁচটা কাজের কথা। বাণীর বোন শিখার জন্মদিনের উৎসবে যোগ দেওয়ার কথাটা ঠিক এমনিভাবেই সে বিস্মৃত হয়েছিল। অথচ বাণী আগে থেকেই রবীনকে বার বার ক'রে বলে রেখেছিল—'আজ না গেলে মা ভারী রাগ করবেন। আজকের দিনটা ল্যাবরেটরীর কাজ বন্ধ থাক।' যাবে বলে রবীন সব ঠিকও করে রেখেছিল। সে নিজে ভালো গান জানে, বাণীকেও সে নিজে গান শিখিয়েছে। সেই উৎসবে নিজে গাইবে বলে একটা ভাল গানও লিখেছিল, সুরও নিজেই দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে যেতে পারলো না। নিজের কাজে ভুলে গেল। ক্ষোভে ও অভিমানে একাই চলে গেল। সে রাতের মধ্যে রবীনকে যেমন করেই হোক পাহাড়ের পথের সন্ধান বের করতেই হবে। মায়া-পাহাড়ের মাটীতে রয়েছে অপর্য্যাপ্ত ইউরেনিয়াম খনিজের ভাণ্ডার। যত শীঘ্র সম্ভব সেখানে তাই গিয়ে পৌঁছতেই হবে। বন্ধু অচিন্ত্য আর তপেনকে সে বুঝিয়ে দিল মায়া পাহাড়ে যাবার নক্সা তার তৈরী। তারাও যাবার জন্যে তৈরী। সুরু হলো তাদের অভিযান। বাণী একা পড়ে রইলো কলকাতায়। রবীনকে যেন

সে কোন বাধাই দিল... জঙ্গলের দুর্গম পথে এক জায়গায় এসে কুলীরা আর এগোতে রাজী হলো না। মায়া-পাহাড়ে যে একবার যায় সে নাকি আর ফিরে আসে না। অগত্যা তপেনকে নিয়েই এগিয়ে চলল রবীন।...ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্...ডুমা ডুমা ডুম্ ডুম্—নাকাড়া বাজছে। মায়া-পাহাড়ের গুহার মধ্যে বিরাট বীভৎস জংলী দেবতার সামনে উৎসব চলছে। ওস্তাদ বসে তাই উপভোগ করছে। জংলী লোকেরা নাচ-গানে উৎসব মাতিয়ে রেখেছে। হঠাৎ ঠাকুরের ঘট পড়ে যায়। উৎসবে পড়ে ছেদ। ওস্তাদের মন বিচলিত হ'য়ে উঠলো অমঙ্গলের সূচনায়। যাদুই দর্পণের সামনে গিয়ে ওস্তাদ দেখতে পেলো, মায়া-পাহাড়ে ভিন্‌দেশী পদার্পণ করেছে, তাই এই ব্যাঘাত। ভিন্‌দেশীকে বেঁধে আনতে ছুটলো জংলীর দল।...বীভৎস চীৎকারে পাহাড়তলী ফেটে পড়লো...জংলীদের হাতে রবীন ধরা পড়লো আর তপেন বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ দিল। ওস্তাদের মুখ আরও বীভৎস হ'য়ে ওঠে। রবীনকে বেঁধে রেখে ওস্তাদ গেল ঠাকুরের কাছে আদেশ নিতে। এই নাকি এখানকার নিয়ম।... ...বিচিত্র এই মায়া-পাহাড়ের দেশ! আরও বিচিত্র এই মোহময় স্বপ্নলোকের বাসিন্দারা, অজ্ঞাত তাদের রহস্য রোমাঞ্চ ভরা, প্রণয় ও প্রতিহিংসার উদ্দাম কামনা রঙীন জীবনের আঁকাবাঁকা গতি............ মংরু, টুমনী, মুংলী......জিওলজিষ্ট রবীনের চোখে নবীন বিস্ময়! এই বিস্ময়রাজ্যের বৈচিত্র্য নিয়েই এই আলেখ্য! শিহরিত পরিণতি উদগ্রীব কৌতূহল পরিতৃপ্ত করবে !!

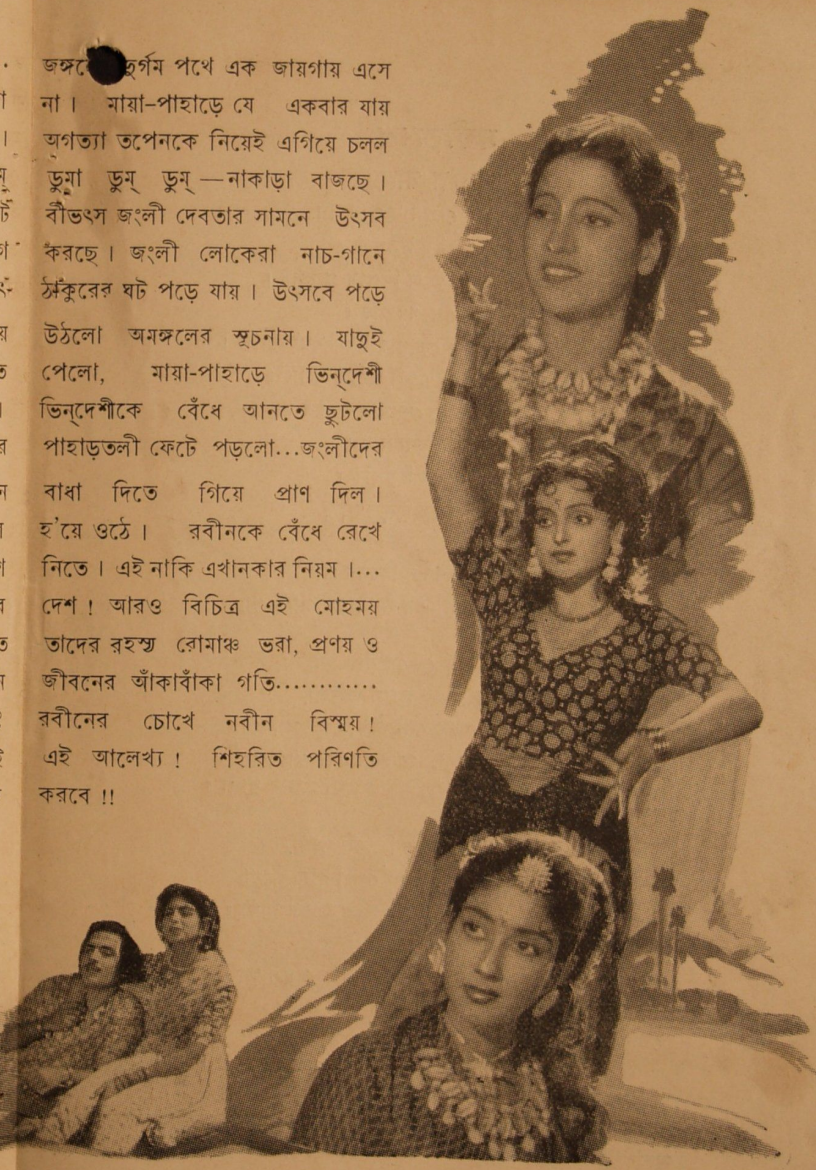

সঙ্গীতাংশ

বাণীর গান

কোথা পাবো মণিরমালা, কোথায় পুষ্পহার
আমি শুধু এনেছি আজ, গানের উপহার ॥
তোমার হাতে এ গান মম, তুলে দিলাম পুষ্পসম।
এরি মাঝে আছে প্রীতির মধুর গন্ধভার ॥
আজ অনেক আলোয় উজল তোমার উৎসবেরই রাতি।
তারি মাঝে জ্বালিয়ে দিলাম, একটি সুরের বাতি ॥
মোর গানের পাখী সঙ্গোপনে, তোমার সুরের মধুবনে,
শুনায়ে দিক্ একটি বাণী, শুভ কামনার।
আমি শুধু এনেছি আজ গানের উপহার ॥

মুংলী ও মংরুর গান

মুংলী :

আমি রঙ্গীন মধুমাস, তুমি ফাগুন দিনের পাখী।
তোমার আমার প্রাণে বাঁধা, একই প্রেমের রাখীগো,
একই প্রেমের রাখী ॥
এই যে বনের ফুল, আর এই যে সোনার আলো,
তোমায় ভালবেসে আজ, সবই লাগে ভালো,
মোর এই জীবনের সাধ আর নেইতো কিছুই বাকি।
তোমার আমার প্রাণে বাঁধা, একই প্রেমের রাখীগো.
একই প্রেমের রাখী ॥

মংরু :

আমি রঙ্গীন মধুমাস, তুমি ফাগুন দিনের পাখী,
তোমার আমার প্রাণে বাঁধা, একই প্রেমের রাখীগো,
একই প্রেমের রাখী ॥
তুমি আমার মনের বনে, যেন বসন্তেরই রাণী,
একই সোনার কাঠির ছোঁয়া দিলে আমার প্রাণে আনি ॥
মোর নীরব কথার কুহু তাই আপনি ওঠে ডাকি,
তোমার আমার প্রাণে বাঁধা, একই প্রেমের রাখীগো
একই প্রেমের রাখী ॥
ওগো সোনার মেয়ে চলো এমন দেশে যাই,
যেথা মিলন চিরদিন, বিরহ আর নাই।

মুংলী :

আমি ভালবাসার বাসা আহা বাঁধবো
তোমার সাথে।
আর চির বাসর রাতি মোরা জাগবো দুজনাতে ॥

মংরু :

মোদের অধর নীরব হবে, কইবে কথা আঁখি।

মুংলী ও মংরু :

তোমার আমার প্রাণে বাঁধা, একই প্রেমের রাখীগো
একই প্রেমের রাখী ॥

মংরুর গান

নিঝুম রাতে ঘুমায় প্রিয়া ফুলের দোলনায়।
দখিন পবন ধীরে ধীরে দোল দিয়ে যাও তায় ॥
দারুচিনির গন্ধ আনো, দখিন সাগর থেকে।
চুপি চুপি সোনার মেয়ের কুন্তলে দাও মেখে ॥
ঘুমতি নদী গুন্‌গুনিয়ে ঘুম পাড়ানী গায় ॥
আকাশ থেকে আমার প্রিয়ার মুখটি দেখে হায়।
হিংসুটে চাঁদ মুখ লুকালো পাতার ঝরোকায় ॥
(আহা) যুগে যুগে সাধ মেটে না প্রিয়ারে মোর দেখে।
আমার বুকে বৌ কথা কও স্বপ্নে ওঠে ডেকে ॥
(যেন) অনন্তকাল প্রিয়ার সাথে এমনি কেটে যায়।
দখিন পবন ধীরে ধীরে দোল দিয়ে যাও তায় ॥

টুমনীর গান

মহুয়ার মধু নেশা সুধা বিষে মেশা গো,
টলমল করে পেয়ালায়।
আর এক মধুর নেশা আছে এ জীবনে গো,
ভালবাসা লোকে বলে তায় ॥
মহুয়ার মধু নাহি রয় চিরকাল,
আজিকার নেশা হায় কেটে যায় কাল,
ভালবেসে জীবনে যে হ'য়েছে মাতাল,
নেশা তার কভু না ফুরায়।
মোর হাতের কাছে ছিল আকাশের চাঁদ তবু পাইনি তাকে।
আর হার মেনে সে আপনি এসে ধরা দিল আমাকে।
মোর একটি দিনের এই মিলনের রেশ,
এ জীবনে কভু যেন হয় নাকো শেষ,
মিলন মালার এই একটি কুসুম,
যেন কোনদিন ঝরিয়া না যায়

আর্ট করপোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া
লিমিটেডের
পরবর্ত্তী নিবেদন

গৃহ দেবতা

পরিচালনা • তারু মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত • কালীপদ সেন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ইনি আর উনি

সঙ্গীত—কালীপদ সেন
রূপায়ণে—শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
অভিনেত্রীবৃন্দ